নৈতিক পরিচয় ও স্বাধীনতা

ড. তারিক রামাদান

স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচনার ড়োত্রে আমাদের 'মানুষ সম্পর্কিত ধারণা' সম্পর্কে নিজ নিজ উপলব্ধি নিয়ে কথা বলা শুরন্ন করা দরকার। কারণ, আমরা মানুষ। কখন থেকে আমরা 'আমি' হওয়া শুরন্ন করছি, কখন থেকে আমরা 'স্বাধীন আমি' হওয়া শুরন্ন করেছি? এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে।

যেমন, আমরা সবাই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। মূলত শিক্ষা আমাদের নিজ সম্পর্কে চিন্ত্মাভাবনা করতে শিখিয়েছে। একজন ফরাসি দার্শনিক বলেছেন, "আমি তোমাদের আমার মতো করে চিন্ত্মা করতে শিখাচ্ছি না, বরং শিখাচ্ছি যাতে তোমরা আমাকে ছাড়াই চিন্ত্মা করতে পার।" ম্লত এটাই হচ্ছে শিক্ষা। আমি তোমাদের সাথে চলছি, এরপর তোমরা নিজে নিজে চলবে এবং নিজেই দক্ষ হয়ে উঠবে। মূলত স্বাধীনতা হলো, স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া ও দায়বদ্ধ হওয়া।

তাই আমি মনে করি, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরন্নত্বপূর্ণ; যখন পরিপক্ব (সধঃঁৎব) হবেন। পরিপক্বতা মানে হলো, নিজে নিজে চিন্ত্মা করতে পারা। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সংকটে স্বাধীনভাবে চিন্ত্মা করতে পারা একটি গুরন্নত্বপূর্ণ দিক। যখন আপনি একজন নাগরিক হিসেবে ভোট দিচ্ছেন, তখন সেখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজস্ব চিন্ত্মায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত্ম নিতে পারাই স্বাধীনতা। একটি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট অন্যটির থেকে আলাদা হতে পারে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সকল আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বলছে, আপনি নিজের মধ্যে প্রধান যে বাধা মোকাবিলা করছেন, সেটা হচ্ছে ইগো। আপনারা নিউরো সায়েন্স (স্নায়ুবিজ্ঞান) সম্পর্কে জানেন, আপনারা যদি আবেগ সম্পর্কে এর ব্যাখ্যা বুঝতে চেষ্টা করেন তবে দেখবেন, বাইরে থেকে সকল উদ্দীপনা এসে আবেগকে রূপদান করছে। প্রায়শ স্বাধীনতা ও আবেগ সম্পর্কে খুবই হালকা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। আমি যখন প্রতিক্রিয়া দেখাই, তখন ভাবি আমি তো স্বাধীনভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি।

মনস্তাত্ত্বিক বিশেস্নষণ অনুসারে আমরা নিজেদের ব্রেইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে পারি। আবেগাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো সেই প্রতিক্রিয়া, যা বাহির থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। বাহির থেকে আসা উদ্দীপনা খুবই শক্তিশালী। যেমন, আপনারা গোলেমান-এর নাম শুনেছেন। তিনি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। তিনি একটি বই লিখেছিলেন, বইটা খুবই চমৎকার এবং অনেকে এটি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন। সেখানে উলেস্নখ আছে–

এক লোক বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল। সে চিন্ত্মা করল, এই শেষবারের জন্য চুরি করতে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িতে দুজন মহিলা ছিল। সে তাদের হাত বেঁধে ফেলে এবং মহিলাদের নীরব থাকতে হুমকি দেয়। সে চুরি করে চলে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, তোমার চেহারা আমি মনে রেখেছি, আমি তোমাকে জেলে ঢুকাব। তখন সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং দুইজনকেই হত্যা করে। সে তাদের ৩৪ বার চুরিকাঘাত করে।

এই ঘটনার প্রতি লক্ষ করলে আপনার মনে হবে, লোকটি খুবই বর্বর একটা কাজ করেছে। সাইকোলজির পরিভাষায় গোলেমান এটাকে 'ক্যু দেতা'[১] হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মহিলাটি সেই মুহূর্তে যা বলেছিল, তা বলা উচিত হয়নি। তার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল; তার মনে 'ক্যু দেতা' তৈরি হয়েছিল। ফলে তখন সে বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। নিউরোলোজির দৃষ্টিকোণ থেকে সে তখন স্বাধীন ছিল না। সে সময়টাতে সে বাহির থেকে অনুপ্রবেশ করা 'ক্যু দেতা'র মুখোমুখি হয়েছিল। বাহ্যিক দিক থেকে আপনার তাকে উন্মাদ মনে হবে। কিন্তু সাইকোলজিক্যালি সে একটি প্রবল উদ্দীপনার মুখোমুখি হয়েছিল। যখন তাকে সাইকোলজিস্টের কাছে নেওয়া হয় তখন সে বলে, মহিলাটি এ কথা বলাতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আর আমি জানি না তখন কি করেছিলাম।

অতএব, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি তখনই স্বাধীন, যখন নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আর ভোগবাদী দৃষ্টিকোণ হলো, আপনি তখনই স্বাধীন, যখন আবেগের অনুসরণ করবেন। আসলে কোনটা সঠিক? আপনাকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাধীনতার এই দিকটিকে প্রশ্ন করতে হবে। এটি সহজ নয়, খুবই জটিল প্রশ্ন। যখন আপনি বলছেন, আমি স্বাধীন কারণ আমি যা চাই তা-ই করতে পারি। প্রশ্ন হলো আপনি কী নিশ্চিত যে, আপনি যা চাচ্ছেন, তা আসলেই চাচ্ছেন?

আপনি যা চাচ্ছেন সেটা কোথা থেকে এসেছে? আপনি এই চাওয়াটাকে কীভাবে নির্মাণ করেছেন? আপনি কীভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আপনি তা চাচ্ছেন? এই চাওয়াটা কতটা আপনার নিজের ও এর ওপর আপনি কতটা স্বাধীন? নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ

---

১. ক্যু দেতা ফ্রেন্স ভাষার শব্দ। মানে প্রচণ্ড উদ্দীপনার মুখোমুখি হওয়া। এটা সাধারণত সামরিক অভ্যুত্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ও জটিল। এই কারণেই আমরা একসাথ হয়েছি। আমি আমার বইয়ে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিল্পীর উদাহরণ দিয়েছি। যেমন, স্বাধীন শিল্পী হলো সে, যে শিল্পের কলা-কৌশলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটি একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। বৌদ্ধ ধর্মে স্বাধীনতা প্রক্রিয়া আরও কঠোর। আপনি আপনার ইগো থেকে কেবল তখনি মুক্তি পাবেন, যদি খুবই সুশৃঙ্খল উপায়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

স্বাধীনতা হলো স্বাধীনতার বিপরীত অথবা বাহ্যত বিপরীত একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।

আমাদের মুসলিমদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া দেখে অনেকে বলে, তোমাদের যে সুশৃঙ্খল পন্থায় নামায আদায় করতে হয়, সেটা খুবই আবেদন সৃষ্টিকারী। মূলত আপনি যখন সুশৃঙ্খল উপায়ে নামায আদায় করেন, তখন আপনার শরীর, মন ও হৃদয়ও একইভাবে অভ্যস্ত্ম হয়ে ওঠে। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? এটা নৈতিকতা সম্পর্কিত খুবই জটিল আলোচনা। কিন্তু অন্ত্মতপক্ষে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

আপনি স্বাধীনতা বলতে কী বোঝান? আপনার স্বাধীনতাটা কী? দায়িত্ব ছাড়া কোনো স্বাধীনতা নেই। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো স্বাধীনতা নেই। যদি আপনি নিজেকে ভিকটিম ভাবা শুরম্ন করেন, তবে নিজের স্বাধীনতা হারাবেন। নিজেকে ভিকটিমাইজ করা হচ্ছে এলিয়েন্যাটেড হওয়ার সূচনা। এলিয়েন্যাশন হলো স্বাধীনতা হারানো।

নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার দুটো দিক আছে। এক. আপনি নীতিবান লোক, তাই নীতিমালার ভিত্তিতে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চান। দুই. আপনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের জন্য এই আলোচনায় সম্পৃক্ত হতে চান।

আমরা জানি, পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়ার ধারণা দুটো বিষয় থেকে আসে। এক. যেহেতু আপনি নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাই প্রকৃতিকে আপনার রেসপেক্ট করতে হবে। দুই. অথবা আপনাকে বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য পরিবেশকে যত্ন করতে হবে।

এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যখন ব্রিটিশরা ন্যাটিভ আমেরিকানদের নিকট গেল, তখন তারা এই বলে উপনিবেশ স্থাপন করল, “তোমরা মনে করো তোমরা দেশের অধিকারী; আর আমরা মনে করি, আমরা মাটির অধিকারী। এই মাটি খালি, সুতরাং আমরা শুধু এই ভূমিটা দখল করছি।” উপনিবেশবাদীরা এই ধারণা নিয়ে এসেছে যে, তারা এই ভূমির মালিক।

প্রাচীন আমেরিকান আদিবাসীদের ঐতিহ্যে দেখা যায়– পরিবেশের প্রতি তাদের প্রবল সম্মানবোধ ছিল। আমরা সেটা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আজ আমরা এই আলোচনায় ফিরে এসেছি। কারণ, আমরা বিপদসীমার সম্মুখীন। যেখানে বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের বলছে প্রকৃতিকে যত্ন করতে আর সেখানে আমরা সবকিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। আমাদের সমাজ, আমাদের দৈনন্দিন জীবন অনেক বেশি ইতরসুলভ, অনেক বেশি বর্ণবাদী। বর্ণবাদী মনোভাব আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে মহান সমাজ, ব্রিটেনের টিভির পর্দায় যখন দেখানো হয় ব্রিটিশ নাগরিক এবং আফ্রিকান অথবা আফগান নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া এমন হয় যে, তাদের জীবন আমেরিকান অথবা ব্রিটিশ নাগরিকের জীবনের থেকে কম মূল্যবান। এ ধরনের বর্ণবাদী চেতনা যদি আমাদের মনকে কলোনাইজ করে তবে বুঝতে হবে, আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। আমরা যে সব বিষয় পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তা আমাদের মধ্যে স্পষ্ট হতে হবে। আমরা নৈতিকতার বিষয়ে মহৎ উদ্দেশ্যে সজাগ হয়েছি তা নয়, বরং মন্দ ভবিষ্যতের ভয়ে সজাগ হয়েছি।